যায়যায়দিন
কোন কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
১৯৮৪ থেকে

শুক্রবার, নভেম্বর, ১৫, ২০১৩ : অগ্রহায়ণ ১, ১৪২০ বঙ্গাব্দ: ১০ মহররম, ১৪৩৫ হিজরি, ০৮ বছর, সংখ্যা ১৫৬

গ্র ন্থা লো চ না

প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ

প্রবাসে জীবনযাপন করেও দেশের প্রতি ভালোবাসা, মাতৃভাষার প্রতি অনন্ত প্রেম, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা নিবেদন কবিতাগুলোকে করে তুলেছে মর্মস্পর্শী। কবির সব কবিতার পৃথক পৃথক আলোচনা করতে গেলে আরেকটা নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ বই হয়ে যাবে।

মোবারক হোসেন খান

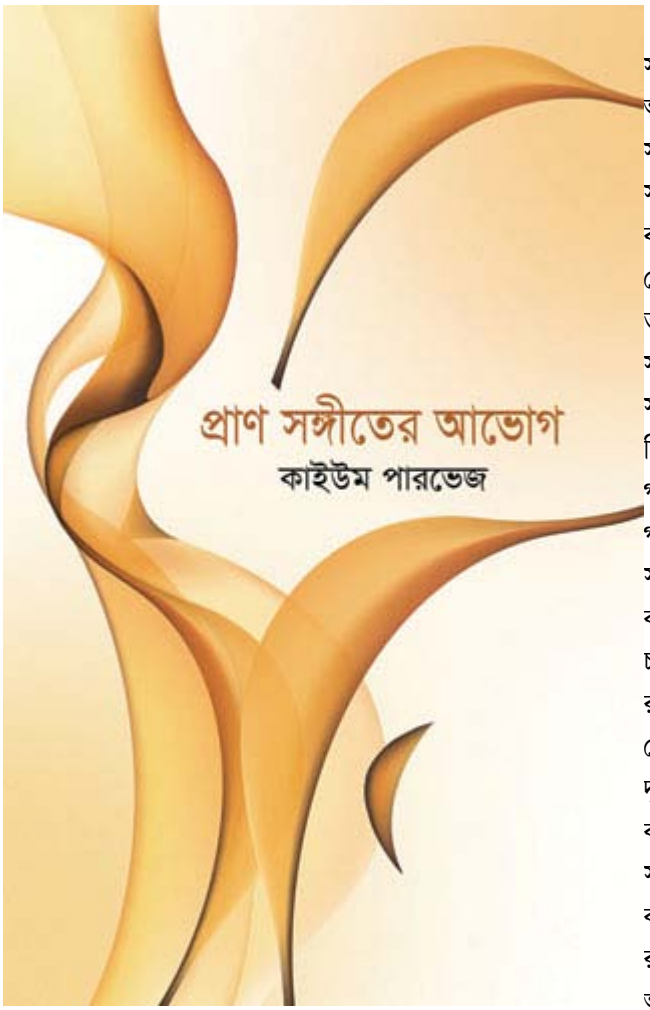

সঙ্গীত আর সাহিত্য যেন এক বৃন্তের দুটো ফুল। এ দুয়ের সম্পর্কটা যেন দুই আত্মার মেলবন্ধন। এক আত্মা যেন আরেক আত্মার সঙ্গে সুরে সুরে কথা বলে। যেমন বাণী ও সুর_ এ দুই মিলে গান। গান সঙ্গীতের অঙ্গ। আর বাণী সাহিত্যের অঙ্গ। বাণী আর কবিতা আবার একই সূত্রে বাঁধা। কবিরাই মূলত গান রচনা করেন। তিনি যখন কবিতা লেখেন তখন তিনি কবি। আবার যখন গান রচনা করেন তখন গীতিকবি। গীতিকবি আবার গীতিকার নামেও চিহ্নিত। সাহিত্যের দুটো অবয়ব। তাদের পরিচয় গদ্য এবং পদ্য। সঙ্গীতের তালের সঙ্গে তাদের দুয়েরই খুব ভাব। যেমন গদ্য বিলম্বিত লয়। আর পদ্য দ্রুত লয়। গদ্যের অনেক রূপ_ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। ওদের পরিক্রমণ গদাইলশ্করী চালে। পর্দা অত্যন্ত শম্বুকগতিতে ওঠে। সঙ্গীতের ভাষায় বিলম্বিত লয়ে তার যবনিকাপতন ঘটে। কবিতায় আবার অন্য রূপ। তার গতি দ্রুত। দ্রুত লয় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাকে আবার ছন্দে চলতে হয়। ছন্দেরও রকমভেদ রয়েছে। যেমন_ 'শব্দে-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে, রূপ দেয় চঞ্চল তরলে।' এটা হলো সৃজনী কল্পনার একটি দৃষ্টান্ত। আমার উদ্দেশ্য কবিতা-গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা। তাই কবিতা তথা গীতিকবিতার কথা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সঙ্গত। বলা হয়েছে_ '... তাল বা লয় (জযুঃযস) কাব্যদেহকে সৌন্দর্যে লীলায়িত করিতে পারে।' 'ছন্দগুরু' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'ছন্দের একটা অনিবার্য প্রবাহ আছে, সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়ে দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায়।'

এ কথাও সত্য যে কবিতা গদ্যও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সে কবিতা গদ্য কবিতা না কাব্যধর্মী গদ্য। তা যা হোক, কবিতা রচনা মানেই হলো সীমাবদ্ধতা মেনে চলা। গদ্যের মতো পরিসর বিস্তৃত হবে না। কাব্যে চরিত্রের তেমন ঘনঘটা থাকবে না। মূলত

কবিতায় কবি মূল চরিত্রের ভূমিকা পালন করেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে 'মানবমনের ভাবনা কল্পনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহিত শব্দভা-ারে বাস্তব সুষমাম-িত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে, তখনই উহার নাম কবিতা।' কবিতা নারীসৌন্দর্যের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। নারীর সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায়, যখন নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, দেহের অলঙ্কারাদি, মুখাবয়বের রূপসজ্জা সম্পূর্ণ নিখুঁত হয়। কবিকে সে কথা অত্যন্ত সচেতনভাবে কাব্যসৃষ্টিকালে স্মরণ রাখতে হবে। কবিগুরুর উদ্ধৃতি দিয়ে ভূমিকার ইতি টানছি। তিনি বলেছেন, "কবি নিজের অন্তর হইতে 'বচন', কথা বা শব্দসম্ভার সংগ্রহ করিয়া আনন্দলোক সৃষ্টি করেন।"

সিডনিপ্রবাসী কবি কাইউম পারভেজ রচিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ' সম্পর্কে কিছু কথা বলার উদ্দেশ্যে কাব্যের কিছু 'বন্দনা' গাইলাম। কোনো মহাকাব্য রচনা করতে হলে প্রথমে বিরাট অংশ জুড়ে থাকে 'বন্দনা'। আর এই 'বন্দনা' ছাড়া মহাকাব্য রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কবি কাইউম রচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো পাঠ করে আমার মনে যে 'মহাকাব্য' অনুরণিত হয়েছে তা প্রকাশ করার জন্যই মহাকাব্যের ঢঙে বন্দনার পরিবর্তে এই 'ভূমিকা' অবতারণার প্রয়াস।

কবি কাইউম পারভেজের কাব্যগ্রন্থের কবিতার আগে তার রচিত গানের সঙ্গে আমার পরিচয়। গীতিকার কাইউম পারভেজ বড় না কবি কাইউম পারভেজ, আজকে মনের সে কথাটুকু বলা উচিত। সঠিক কথা সঠিক সময়ে না বললে মনের কোণে একটা অপরাধবোধ থেকে যাবে হয়তো।

কবি কাইউম পারভেজ বড় মাপের একজন গীতিকার। এরই মধ্যে তার রচিত কিছু গানের সঙ্গ আমার পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছে। সিডনিপ্রবাসী অন্যতম সেরা কণ্ঠশিল্পী অমিয়া মতিন সম্প্রতি ঢাকা এসেছিলেন তার কণ্ঠে কিছু আধুনিক বাংলা গানের সিডি করার জন্য। তাদের সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয়। সে গানগুলোতে গীতিকার কাইউম পারভেজ রচিত কয়েকটা গান ছিল। গান রেকর্ড করা ও শোনার পর অন্তর্নিহিতভাব দেখে মুগ্ধ, অভিভূত না হয়ে পারিনি। আধুনিক বাংলা গানের ভুবনে যখন ধস নেমেছে তখন যেন গীতিকার কাইউম পারভেজের রচিত গানের আগুনের ছাই থেকে ফিনিক্স (চযড়বহরী) পাখির পুনরায় বেঁচে ওঠার সন্ধান পাওয়া গেল।

তার রচিত মা-দিবসের একটি গানের কথা না বললে যেন আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গানটিতে সুরারোপ করেছেন সিডনিপ্রবাসী সুরকার আতিক হেলাল। গেয়েছে আমার ছেলে রাজিত তার মায়ের সঙ্গে যুগল। রাজিত সিডনিতেই থাকে। গানটি রেকর্ড করে বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এখানে মায়ের দ্বৈতকণ্ঠে ভিডিও রেকর্ড করে।

আমার স্ত্রী ফওজিয়া খান ষাট দশকের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী। নব্বই দশকে গান গাওয়া থেকে বিরতি নিয়েছেন। কণ্ঠে আগের মতো সুর আসে না। তবুও ছেলের আবদারে-আবদারে শেষ পর্যন্ত ছেলের সঙ্গে ডুয়েট রেকর্ড করেছে। রাজিত সিডনিতে গিয়ে মা-দিবসে সেই গান ণড়ঁ ঃঁনব এবং ঋধপব নড়ড়শ-এর মাধ্যমে ওহঃবৎহবঃ-এ বিশ্বজোড়া বাঙালি দর্শক ও শ্রোতার জন্য ছড়িয়ে দেয়। গীতিকার কাইউম পারভেজের গান বিশ্বখ্যাত হয়ে যায় মুহূর্তে। আমি ঢাকায় বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক টেলিফোনে প্রশংসার বাণী শুনেছি। আর রাজিতের কাছে যে কত মেসেজ এসেছে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। সেই বিখ্যাত গানটির হৃদয়স্পর্শী বাণী_

ছেলে : আমার পৃথিবী আলোয় আলো/তুমি আমার মা বলে,
চাঁদের হাসি ছিল তোমার মুখে/যখন আমি তোমার কোলে।
মা : আমার পৃথিবী আলোয় আলো
তুই আমার ছেলে বলে,
চাঁদের হাসি ছিল তোর মুখে
যখন ছিলি আমার কোলে।

সঙ্গীতের প্রেক্ষাপটে দ্রুত লয়ে গান গাওয়ার কথা বলেছি। এবার এ সঙ্গীতের সুর ধরেই কবি কাইউম পারভেজ রচিত সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করছি। শিরোনামেই রয়েছে 'সঙ্গীত'। সঙ্গীত এখানে মানে গান। আর 'আভোগ' মানে গানের শেষ পঙ্ক্তি। প্রথম তিন পঙ্ক্তির নাম আস্থায়ী (বা স্থায়ী), অন্তরা ও সঞ্চারী। 'আভোগে' গীতিকার গানের নির্যাস উপস্থাপনা করেন। কাইউম পারভেজও তা-ই করেছেন। 'আমি' ভেতরের 'ওকে' খুঁজছে মেলায় মেলায়। 'ওর' আয়ত নয়ন বারবার কবির চোখে ভেসে ওঠে। দিন গড়িয়ে মাস গড়িয়ে বছর পার হয়ে যায় তবুও 'ওর' সন্ধান নেই। কবির চোখে নেমে আসে উদাস-নিরাশা। সেই কথাই তিনি কবিতার শেষ পঙ্ক্তি 'আভোগ' পর্বে প্রকাশ করেছেন এভাবে_

'আজো অবিকল, রয়ে গেছে শুধু
পোড়া এই দুটো চোখ

যে চোখ খোঁজে শুধু দুটো চোখ
প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ।'

'প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো কবি কাইউম পারভেজের গত চার দশকে রচিত কবিতা থেকে বাছাই করে ষাটখানা কবিতা নিয়ে প্রকাশিত কবিতার গ্রন্থ। এতে রয়েছে 'প্রেম-ভালোবাসা, দেশমাতৃকা, রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন, একুশ, বঙ্গবন্ধু, জীবনযুদ্ধ, প্রজন্ম, বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতি এবং প্রবাসী জীবন', বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ। কাইউম পারভেজ স্বাধীনতাপ্রিয়, জীবনধর্মী, মুক্তচিন্তা ও দেশপ্রেমকি কবি। তিনি দেশকে ভালোবাসেন, দেশের ভাষার প্রতি তার অকৃত্রিম মমতা, ভাষাশহীদ ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা তার রচিত কবিতায় হৃদয়ের আকুলতা নিয়ে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতা লেখার একটা ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছেন কবি। কবিতার শুরু এমনভাবে করেছেন যে 'আভোগ' পর্যন্ত পাঠ করা হলেই কেবল মূল কবিতার নির্যাস ভোগ করা যায়। কবি হিসেবে এখানেই তার পরম সার্থকতা। এই পদ্ধতি যেন কাব্যকলা। কবিতা রচনার কৌশল। নির্যাসে অর্থাৎ প্রতিটি কবিতার 'আভোগ' শেষ হলেই কেবল মূল কাব্যরসের সন্ধান মেলে। প্রবাসে জীবনযাপন করেও দেশের প্রতি ভালোবাসা, মাতৃভাষার প্রতি অনন্ত প্রেম, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা নিবেদন কবিতাগুলোকে করে তুলেছে মর্মস্পর্শী। কবির সব কবিতার পৃথক পৃথক আলোচনা করতে গেলে আরেকটা নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ বই হয়ে যাবে। সার্বিকভাবে আলোচনা করলে সব কটি কবিতার যে নির্যাস নিঃসরণ হবে তার সংক্ষিপ্তরূপই উপরে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো কবিতার কিছু উদ্ধৃতি দিলেই তা সুস্পষ্প হয়ে যাবে। যেমন 'একাত্তরের নদী' কবিতায় তিনি লিখেছেন_

'তাজা রক্তের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে মিশে গেলো একাত্তরের নদীতে।
... ...
জাগো তো হে একাত্তরে সন্তান
ছাব্বিশে মার্চের কোটি প্রাণ
ওদের নির্মূলের বিজয় দিবস সমাগত।
একাত্তরের নদী এখন উন্মত্ত।
উদ্ধত। শোকাহত।'

অস্ট্রেলীয় বীরসেনানী বিলহেলমাস ওভারল্যান্ড বীরপ্রতীক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কবি_

"... কি অসম্ভব সাহসী অপ্রতিরোধ্য স্পর্ধা
সাংবাদিক কখনো, কখনো আলোকচিত্রী,
কখনো গেরিলা ট্রেইনার
নয়তো ঝোপের আড়ালে, 'অজি' মুক্তিযোদ্ধা আমার কি ভয়ানক সেদিন_ সেই তুমি।
স্যালুট বিলহেলমাস ওভারল্যান্ড বীরপ্রতীক
সালাম_ লহ সালাম।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা 'আজ হলো সেই পনেরো আগস্ট' কবিতা যেন কবির হৃদয়ের নির্যাস কলমের নিব বেয়ে বুকফাটা কান্না হয়ে লেখার পাতায় ঝরে পড়ছে, আর সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে একটি কবিতা_

'বলতো খোকা-খুকু
বাংলাদেশের জাতির পিতার
বুকটা কতটুকু।
... ...
মনে রেখো জাতির পিতা
দিয়েছিলেন দেশ
লাল সবুজের নিশান ওড়ে
নামটি বাংলাদেশ।'

কবি কাইউম পারভেজ রচিত 'প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই প্রাণবন্ত, কোকিলের মতো মিষ্টি সুরে যেন কথা বলে। সবচেয়ে বড় কথা এই কাব্যগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে বায়ান্নার ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন হওয়ার কথা। আরো হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী অনেক অনেক ঘটনা। প্রতিটি কবিতাই কবি কাইউম পারভেজের লেখনীর গুণে হয়ে উঠেছে একেকটা

পটে অাঁকা ছবি।

'প্রাণ সঙ্গীতের আভোগ' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছে বইপত্র প্রকাশ। ছাপা খুবই উন্নমানের। মূল্য ২০০ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন ধ্রুব এষ। সবশেষ কথা_ কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলো সবারই পড়তে ইচ্ছা হবে।